১ নং

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তেকালের পরে তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.)-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন, তা অধিকাংশ সমর্থন করেন।সমাজে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফত থেকে যে সকল শিক্ষা আমরা পাই

শিক্ষণীয় বিষয়:

(১) একজন শাসক বা পরিচালকের কর্তব্য নিষ্ঠা
(২) নিজেকে ছোট মনে করা। হজরত ওমর (রা.) খলিফা হয়েও নিজে বস্তা বহন করলেন এবং রান্না করলেন।
(৩) মানুষের প্রতি দয়া, মায়া, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা।
(৪) নিজের কাজ নিজে করা। হজরত ওমর (রা.) বস্তা নিজেই বহন করলেন, গোলামকে দিলেন না।
(৫) সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাবদিহি করা।

MPUR

প্রকৃতপক্ষেই এক একজন সাহাবী, মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অন্যের কল্যাণে কথা চিন্তা করেছেন। তাই সাহাবীদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের জন্য দিক-নির্দেশনা স্বরূপ। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাদের জীবনী থেকে শিক্ষা লাভের তাওফীক দান করুন।

২ নং

প্রজাহিতৈষী হিসেবে একজন মহান শাসকের মূর্ত প্রতীক ছিলেন খলিফা ওমর (রা.)" ব্যাখ্যা-

অর্ধপৃথিবীর শাসক হয়েও তাঁর কোন দেহরক্ষী ছিল না, খেজুর পাতার আসন ছিল তাঁর সিংহাসন। জনসেবাই ছিল তাঁর ব্রত।শাসক হয়েও তিনি রাতের আধারের প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য বের হতেন।জাগতিক লোভ-লালসা জাঁকজমকে তিনি কখনোই আসক্ত হতেন না। খাদ্য সামগ্রী নিজ কাঁধে বহন করে তা প্রজাদের মাঝে পৌঁছে দিতেন। তার শাসনামলে রাজ্যে কোন অভাব ছিল না।জনকল্যাণে তিনি অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সাথে সেতু, সড়ক, হাসপাতাল নির্মাণ করার মাধ্যমে তিনি প্রজাদের অসুবিধা গুলো দূর করেছিলেন। বিচারের মঞ্চে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর আর এ প্রকাশ ঘটে যখন মদ্যপানের অপরাধে নিজ পুত্রকে তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন।এত বড় শাসক হয়েও তিনি কখনো অহঙ্কার করতেন না আর এর প্রমাণ ঘটে জেরুজালেম যাওয়ার পথে যখন ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরে টেনেছিলেন।

সুতরাং আমরা বলতে পারি প্রজাহিতৈষী হিসেবে একজন শাসকের মূর্ত প্রতীক ছিলেন খলিফা উমর (রাঃ)